দৈনিক ইত্তেফাক 79

তারিখ ... 30 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 2 ...

৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

আগামী ৭ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সিণ্ডিকেটের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভিসি প্রফেসর ডঃ এম মনিরুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ক্যাম্পাসে যাহাতে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম অব্যাহত থাকে সে সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য চ্যান্সেলরের সহিত সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি সূত্র জানায়, সভায় ৭ই এপ্রিলের পূর্বে হলসমূহ খুলিয়া দেওয়ার আহ্বান জানানো হইয়াছে।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

সূত্রটির মতে, ৪ অথবা ৫ই এপ্রিল হলসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ অফিস জানায়, গতকাল সিণ্ডিকেটের সভার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের এক সভায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ বক্তাই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বক্তাগণ বলেন, যেহেতু সন্ত্রাস মোকাবিলা করা ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেইহেতু সন্ত্রাস দমনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হইবে। ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে স্ব-স্ব সংগঠন হইতে সন্ত্রাসকারীদের বহিষ্কার করা হইবে বলিয়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মতামত প্রকাশ করেন।

জানা যায়, গতকাল প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় ডাকসু, ৯ ছাত্র সংগঠন, ছাত্রদল ও শিক্ষকদের একটি গ্রুপসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া সন্ত্রাস দমনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। অপরদিকে ছাত্রলীগ (হা-অ)সহ শিক্ষকদের অপর একটি গ্রুপ ক্যাম্পাসে সংগঠিত সকল সন্ত্রাসী তৎপরতার বিচার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী এই আলোচনা সভায় একটি হলের প্রভোষ্ট তাঁহার অসহায়ত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন: আপনারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিন, তবে খোলার পর আর যাহাতে কোন মায়ের বুক খালি না হয়, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।' আলোচনার এক পর্যায়ে বর্তমান ভিসির নিয়োগের বৈধতা নিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিলে পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা পড়িয়া শোনান হয়। ডাকসুর পক্ষে মুশতাক, হোসেন ও নাসির-উদ-দুজা, ছাত্রলীগের (হা-অ) পক্ষে হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রদলের পক্ষে আমান উল্লাহ আমান, ৯ ছাত্র সংগঠনের পক্ষে মোস্তফা ফারুক, শফি আহমেদ প্রমুখ শিক্ষা পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখেন। সকল হলের প্রভোষ্ট, ডাকসুর সদস্যবৃন্দ, হল ছাত্র সংসদের ভিপি, জি, এসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উ[illegible]কর্তাবৃন্দ এই সভা[illegible]